গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা কমিশন
শিল্প ও শক্তি বিভাগ

বিষয়ঃ ২৫/০৪/২০১৬ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) কর্তৃক প্রস্তাবিত "বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতাবর্ধন, পুনর্বাসন ও ঘনায়ন (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ)"-শীর্ষক প্রকল্পের ওপর অনুষ্ঠিত প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভার কার্যবিবরণী।

পরিকল্পনা কমিশনের ভারপ্রাপ্ত সদস্য (শিল্প ও শক্তি) জুয়েনা আজিজ এর সভাপতিত্বে গত ২৫/০৫/২০১৬ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) কর্তৃক প্রস্তাবিত "বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতাবর্ধন, পুনর্বাসন ও ঘনায়ন (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ)"-শীর্ষক প্রকল্পের ওপর পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-"ক" তে সন্নিবেশিত।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নরূপঃ

(ক) প্রকল্পের নামঃ বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতাবর্ধন, পুনর্বাসন ও ঘনায়ন (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ)।

(খ) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/ বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ

(i) **মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/ বিদ্যুৎ বিভাগ।
(ii) **বাস্তবায়নকারী সংস্থা:** বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো)।

(গ) প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ (কোটি টাকায়)

জিওবি	প্রকল্প সাহায্য (এডিবি)	সংস্থার নিজস্ব	মোট
১৪০৪.৫৯	২০০৬.৩০	-	৩৪১০.৮৯

(ঘ) প্রকল্পের বাস্তবায়নকালঃ জুলাই, ২০১৬ থেকে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত।

(ঙ) প্রকল্প এলাকাঃ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতাধীন ৪২ টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস)।

(চ) প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে গ্রাম এলাকায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি তরান্বিত করণ।
- ক্ষমতা বর্ধনের জন্য পুরাতন জরাজীর্ণ বিতরণ লাইনের পুনর্বাসন/আপ-গ্রেড করা।
- বিতরণ লাইনের ঘনায়নের মাধ্যমে বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ।
- বর্তমান স্তর থেকে বিতরণ ব্যবস্থার সিস্টেম লস হ্রাস করণ।
- শিল্পায়ন, সেচ, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য সুবিধা, শিক্ষা ও স্বাক্ষরতা সুবিধা জোরদার করা।

(ছ) ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (আরএডিপি) বরাদ্দঃ প্রস্তাবিত প্রকল্পটি ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (আরএডিপি) বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে বরাদ্দ ব্যতিরেকে প্রতিফলিত প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে।

২। উপস্থাপনাঃ

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন এবং প্রকল্পটি উপস্থাপনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগের প্রধান মহোদয়কে আহবান জানান। পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগের প্রধান প্রকল্পের পটভূমিকায় উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এ পর্যন্ত ২৮৮১৮৯ কিঃমিঃ লাইনের মাধ্যমে ১৩৬.৪ লক্ষ গ্রাহককে বিদ্যুৎ সেবা প্রদান করছে। বাপবিবোর্ড ৭৭টি পবিসের মধ্যে ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের ৪২টি পবিসে এ পর্যন্ত ১৫২৯৭৯ কি:মি: বিতরণ লাইন ও ৪২১ টি ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রর মাধ্যমে ৬৩.৭ লক্ষ গ্রাহককে বিদ্যুৎ সেবা প্রদান করে আসছে। বিতরণ ব্যবস্থা পুরাতন হওয়ায় বিতরণ লাইনের মধ্যে একটা বড় অংশ জরাজীর্ণ ও ওভারলোডেড অবস্থায় রয়েছে। এমতাবস্থায়, বিদ্যুতের গুণগত মান উন্নয়ন, গ্রাহক সংযোগে বিতরণ ব্যবস্থার সামর্থ্য বৃদ্ধি, সিস্টেম লস হ্রাস ও বিতরণ লাইনের ঘনায়নের (১/২/৩ পোল সম্প্রসারণ) মাধ্যমে নতুন গ্রাহক সংযোগের লক্ষ্যে ২০৫৩৫ কি:মি: বিতরণ লাইনের পুনর্বাসন/ক্ষমতাবর্ধন ও ৬৪৬৫ কি:মি: নতুন লাইন নির্মাণের জন্য ''বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতাবর্ধন, পুনর্বাসন ও ঘনায়ন (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ)'' শীর্ষক প্রকল্পটি প্রস্তাব করা হয়েছে।

৩। আলোচনাঃ

৩.১ সভায় উল্লেখ করা হয় যে, বিদ্যমান পরিপত্র মোতাবেক প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত জনবল অর্থ বিভাগের নির্ধারিত কমিটি কর্তৃক সুপাশিতকৃত হওয়ার পর ডিপিপি পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যার্থে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করার বিধান বিদ্যমান আছে। এ বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধি বলেন যে, প্রস্তাবিত প্রকল্পটির জনবলের প্রস্তাব ইতোমধ্যে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। পুনর্গঠিত ডিপিপিতে জনবল নির্ধারণ কমিটির সুপারিশ মোতাবেক জনবল পুনর্গঠন করা হবে। সভাপতি মহোদয় বিদ্যুৎ বিভাগকে অর্থ বিভাগের সাথে নিবিড়ভাবে যোগাযোগ রক্ষাপূর্বক তা সম্পন্ন করার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন।

৩.২ পরিবেশ আইন ও বিধির আলোকে আলোচ্য প্রকল্পটি লাল শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় প্রকল্পের অনুমোদনের পূর্বেই EIA সম্পন্ন করার বিষয়ে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত গেজেট (মার্চ ১২, ২০১৫) এবং এ বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের ১১ এপ্রিল ২০১৬ তারিখের পরিপত্র যথাযথভাবে অনুসরণ না করার ফলে প্রকল্প অনুমোদনের পর এ কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয় মর্মে পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে সভাকে অবহিত করা হয়। এ বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধি বলেন যে, প্রকল্পটির EIA সম্পন্নকরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান CEGIS এর Technical ও Financial Offer যাচাই-বাছাই এর কাজ প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় রয়েছে। আশা করা যায় জুন ২০১৬ইং মাসের মধ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা সম্ভব হবে। বিস্তারিত আলোচনান্তে, প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বশর্ত হিসেবে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে EIA সম্পন্ন করতঃ তা পুনর্গঠিত ডিপিপি'তে সন্নিবেশ করার বিষয়ে সভায় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩.৩ সভায় আলোচনা করা হয় যে, ডিপিপি'র ৮ নং পৃষ্ঠায় ১৪ নং অনুচ্ছেদে (২ নং প্যারা) প্রকল্পের পটভূমিতে বর্ণিত তথ্যাদি হালনাগাদ নয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে, পরিসংখ্যান প্রদানের ক্ষেত্রে রেফারেন্স হিসেবে মাস ও সাল উল্লেখ করা সমীচীন হবে বলে সভায় ঐকমত্য প্রকাশ করা হয়।

৩.৪ সভায় উল্লেখ করা হয় যে, ডিপিপিতে সংযুক্ত Feasibility Study Report টি পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের তিনজন কর্মকর্তা দ্বারা তা সম্পন্ন করা হয়েছে। একজন নিরপেক্ষ এবং অভিজ্ঞ পরামর্শক এর ম্যাধমে Feasibility Study Report করা হলে তার গ্রহণযোগ্যতা বেশী হতো। এ প্রসংগে বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধি বলেন যে, প্রস্তাবিত প্রকল্পের Feasibility Study Report তৈরীর ক্ষেত্রে সকল পবিস হতে তথ্য সংগ্রহ করা। মাঠ পর্যায়ের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ও Feasibility Study Report প্রণয়নে বিআরইবি'র কর্মকর্তা নিযুক্ত ছিলেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর Feasibility Study Report টিতে একটি পটভূমি সংযোজনসহ আরও তথ্যবহুল করার বিষয়ে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

৩.৫ সভায় প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত গাড়ির সংখ্যার (জীপ-৬টি, পিকআপ (ডাবল ক্যাবিন ১টি, মোটর সাইকেল ১০টি) যৌক্তিকতা সম্পর্কে বিদ্যুৎ বিভাগের মতামত জানতে চাওয়া হলে বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধি বলেন যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ১ জন প্রকল্প পরিচালক, ১ জন উপ-প্রকল্প পরিচালক ও মাঠ পর্যায়ে ৪ জন নির্বাহী প্রকৌশলী সার্বক্ষণিকভাবে নিয়েজিত থাকবেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে, প্রকল্পের প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২টি জীপ, ৫টি ডাবল কেবিন পিক-আপ ও ১০টি মোটর সাইকেল ক্রয়ের সংস্থান পুনর্গঠিত রেখে সে মোতাবেক ব্যয় প্রাক্কলন পুনঃনির্ধারণ করার বিষয়ে সভায় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩.৬ প্রকল্প সাহায্য প্রাপ্তির বিষয়ে ইআরডি'র প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, Second Power System Expansion and Efficiency Improvement Investment Program এর আওতায় বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের অধীনে সমজাতীয় দুটি প্রকল্পের অর্থায়নের বিষয়টি নির্ধারিত আছে। তবে এখনো Fact Finding Mission কর্তৃক চূড়ান্তকৃত নয়। সর্বশেষ Aide Memoire (মে, ২০১৬) অনুযায়ী আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে প্রকল্প সাহায্য বাবদ এডিবি থেকে ২৫৫.৯১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রাপ্তির বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। সে মোতাবেক ডিপিপিতে প্রকল্প সাহায্যর পরিমান নির্ধারণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধি সভায় উল্লেখ করেন যে, ঢাকাস্থ এডিবি অফিসের সাথে যোগাযোগের প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত প্রকল্পের পূর্ত কাজেও ঋণ সহায়তা পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে জিওবি ও প্রকল্প সাহায্য বাবদ কোন্ কোন্ খাতে কত বরাদ্দ প্রয়োজন হবে তা ইআরডি এর Fact Finding Mission কর্তৃক চূড়ান্ত হওয়ার পর সে মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করার বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়। অধিকন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষকে নিবিড়ভাবে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সাথে যোগযোগ রক্ষা করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।

৩.৭ সভায় উল্লেখ করা হয় যে, পরিকল্পনা বিভাগের এনইসি ও সমন্বয় অধিশাখার ০৪/০৫/২০১৬ তারিখের পত্রে "ভূমি অধিগ্রহণের পরিমাণ ন্যূনতম পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে" মর্মে এনইসি সভার সিদ্ধান্তের বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত আবাসিক এবং অফিস ভবন নির্মাণের বিষয়েও ০৪/০৫/২০১৬ তারিখের জারীকৃত পত্রে এনইসি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসরণযোগ্য। সভায় এ বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগের মতামত জানতে চাওয়া হলে বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধি বলেন যে, প্রকল্পে প্রস্তাবিত জোনাল অফিসসমূহ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির নিজস্ব জমিতে নির্মাণ করা হবে। বিধায়, বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় কোন ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবে না। প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে "উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ নীতি অনুসরণ" বিষয়টি বিবেচনা করে নকশা ও ডিটেইল ডিজাইন প্রণয়ন করা হবে। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে, প্রতিটি এলাকায় নির্মাণ কাজের জন্য লে-আউট প্ল্যান ডিপিপি'তে সংযুক্ত করার বিষয়ে সভায় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩.৮ আলোচ্য প্রকল্পের অর্থায়নের প্রস্তাবে সংস্থার কোন অবদান উল্লেখ নেই। জিওবি অর্থের চাপ কমানোর লক্ষ্যে আরিইবি'র ন্যুনতম পার্টিসিপেশন থাকা বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধি বলেন যে, আলোচ্য প্রকল্পের অর্থায়নের প্রস্তাবে সংস্থার কোন অবদান উল্লেখ না থাকলেও প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত প্রেষণরত জনবলের বেতন-ভাতাদি বাবদ ব্যয় বাপবিবোর্ডের রাজস্ব খাত হতে নির্বাহ করা হবে। বিদ্যুৎ বিভাগের বক্তব্য সভায় গ্রহণযোগ্য মর্মে বিবেচিত হয়।

৩.৯ সভায় উল্লেখ করা হয় যে, প্রকল্পের আওতায় আবাসিক ভবন নির্মাণ বাবদ ৪০৬৬.৬৫ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। আবাসিক ভবন নির্মাণের যৌক্তিকতা ও এ ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি কি তা জানতে চাওয়া হলে বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধি বলেন যে, বাপবিবোর্ড/ পবিস প্রতিষ্ঠার পর থেকে তার বিতরণ লাইনের সম্প্রসারণ ও ঘনায়নের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সেবা প্রদান করে আসছে এবং যা একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ সেবা প্রদানে পবিসসমূহ তাদের সদর দপ্তরের পাশাপাশি ততোধিক জোনাল অফিস প্রতিষ্ঠা করে বিদ্যুৎ সেবা প্রদানে নিয়োজিত রয়েছে। এসব জোনাল অফিসের অধিকাংশই অফিস ভাড়া নিয়ে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যার ফলে প্রতিনিয়ত পবিসসমূহকে অফিস ভাড়া বাবদ ব্যয়, যোগাযোগ ও নিরাপত্তা জনিত সমস্যাসহ ইত্যাদি সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এমতাবস্থায়, গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন, নির্মিত লাইনের অপারেশন ও মেন্টেনেন্স ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যেসব পবিসের জোনাল অফিস নির্মাণের জন্য নিজস্ব জমি ক্রয় করা হয়েছে সেসব জমিতে প্রস্তাবিত প্রকল্পের অধীনে আবাসিক ভবন সহ জোনাল অফিস নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে। যেহেতু বিদ্যুৎ সেবা একটি জরুরী সেবা, সেক্ষেত্রে সার্বক্ষণিক সেবা প্রদানে জোনাল অফিসের পাশাপাশি জোনাল অফিস

ক্যাম্পাসে আবাসিক ভবন নির্মাণ যৌক্তিক/প্রয়োজন। ব্যয় প্রাক্কলন নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিভাগের অভিন্ন রেট সিডিউল ২০১৪ অনুসরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে নির্মিতব্য আবাসিক ভবনসমূহ যেন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে না থাকে সে বিষয়টি বিবেচনায় রাখার জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষকে পরমর্শ প্রদান করা হয়।

৩.১০ সভায় উল্লেখ করা হয় যে, অফিস বিল্ডিং নির্মাণ বাবদ ২১৪১.৭৬ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য পূর্তকাজ বাবদ ২৫৫৯.১৫ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। এ ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি সম্পর্কে জানতে চাইলে বিদ্যুৎ বিভাগ সভাকে জানায় যে বিদ্যুৎ বিভাগের অভিন্ন রেট সিডিউল ২০১৪ অনুসরণ করা হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনান্তে প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য পূর্তকাজ বাবদ সংস্থানকৃত ২৫৫৯.১৫ লক্ষ টাকার মধ্যে কী কী নির্মাণ করা হবে তা পুনর্গঠিত ডিপিপি'তে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করার বিষয়ে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

৩.১১ আলোচ্য প্রকল্পের বাংলা নামকরণ অধিকতর শ্রুতিমধুর করনার্থে নাম পরিবর্তণের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হলে বিস্তারিত আলোচনান্তে প্রকল্পের ইংরেজী নাম অপরিবর্তিত রেখে প্রকল্পের বাংলা নাম "বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতাবর্ধন, পুনর্বাসন ও নিবিড়করণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ)" পুনঃনির্ধারণ করার বিষয়ে সভায় সর্বসম্মতভাবে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৩.১২ কার্যক্রম বিভাগের প্রতিনিধি আলোচ্য প্রকল্পের ডিপিপি'তে সন্নিবেশিত Logical Framework এর মানোন্নয়নের বিষয়ে সভায় মত প্রকাশ করেন। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে পুনর্গঠিত ডিপিপি'তে Logical Framework অংশটি গভীরভাবে পর্যালোচনাকরতঃ পরিমার্জিত আকারে সন্নিবেশ করার বিষয়ে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

৪। **সিদ্ধান্তঃ** বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ প্রতিপালন সাপেক্ষে "বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতাবর্ধন, পুনর্বাসন ও ঘনায়ন (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ)"-শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদনের সুপারিশ করা হয়ঃ

৪.১ প্রকল্পের প্রস্তাবিত জনবল অর্থ বিভাগের নির্ধারিত কমিটি কর্তৃক সুপারিশের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত ডিপিপিতে জনবলের সংখ্যা নির্ধারণকরতঃ প্রাক্কলন করতে হবে। অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ রক্ষাপূর্বক জনবল নির্ধারণ দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করতে হবে;

৪.২ প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বশর্ত হিসেবে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে EIA সম্পন্ন করতঃ তা পুনর্গঠিত ডিপিপি'তে সন্নিবেশ করতে হবে;

৪.৩ ডিপিপিতে বিভিন্ন পৃষ্ঠায় পরিসংখ্যান প্রদানের ক্ষেত্রে রেফারেন্স হিসেবে মাস ও সাল উল্লেখ করতে হবে;

৪.৪ Feasibility Study Report টিতে একটি পটভূমি সংযোজনসহ আরও তথ্যবহুল করতে হবে;

৪.৫ প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২টি জীপ, ৫টি ডাবল কেবিন পিক-আপ ও ১০টি মোটর সাইকেল ক্রয়ের সংস্থান রেখে ডিপিপি পুনর্গঠন করতে হবে;

৪.৬ জিওবি ও প্রকল্প সাহায্য বাবদ কোন কোন খাতে কত বরাদ্দ প্রয়োজন হবে তা ইআরডি এর Fact Finding Mission কর্তৃক চূড়ান্ত হওয়ার পর সে মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করতে হবে;

৪.৭ প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে "ঊর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ নীতি অনুসরণ" বিষয়টি বিবেচনা করে দাপ্তরিক ও আবাসিক ভবনের নকশা ও ডিটেইল ডিজাইন প্রণয়ন করতে হবে। প্রতিটি জোনাল অফিসের নির্মাণ কাজের জন্য লে-আউট প্ল্যান পুনর্গঠিত ডিপিপি'তে সংযুক্ত করতে হবে;

৪.৮ নির্মিতব্য আবাসিক ভবনসমূহ যেন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে না থাকে সে বিষয়টি বিবেচনায় রাখার জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

৪.৯ প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য পূর্তকাজ বাবদ সংস্থানকৃত ২৫৫৯.১৫ লক্ষ টাকার মধ্যে কি কি নির্মাণ করা হবে তা পুনর্গঠিত ডিপিপি'তে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে;

৪.১০ প্রকল্পের বাংলা নামকরণ অধিকতর শ্রুতিমধুর করনার্থে (ইংরেজী নাম অপরিবর্তিত রেখে) "বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতাবর্ধন, পুনর্বাসন ও নিবিড়করণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ)" পুনঃনির্ধারণ করতে হবে;

৪.১১ Logical Framework অংশটি সঠিকভাবে পরিমার্জন করে পুনর্গঠিত ডিপিপি'তে সন্নিবেশ করতে হবে; এবং

৪.১২ আলোচনা মোতাবেক ও উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তসমূহের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করে পুনর্গঠিত ডিপিপি সত্বর পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।

৫। সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৫/১২/১১

(জুয়েনা আজিজ)
ভারপ্রাপ্ত সদস্য
শিল্প ও শক্তি বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন